তীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা ৮ই মার্চ-২০১৩

প্রতিরোধ

নির্ভয়া-সোনি সোরি সংখ্যা

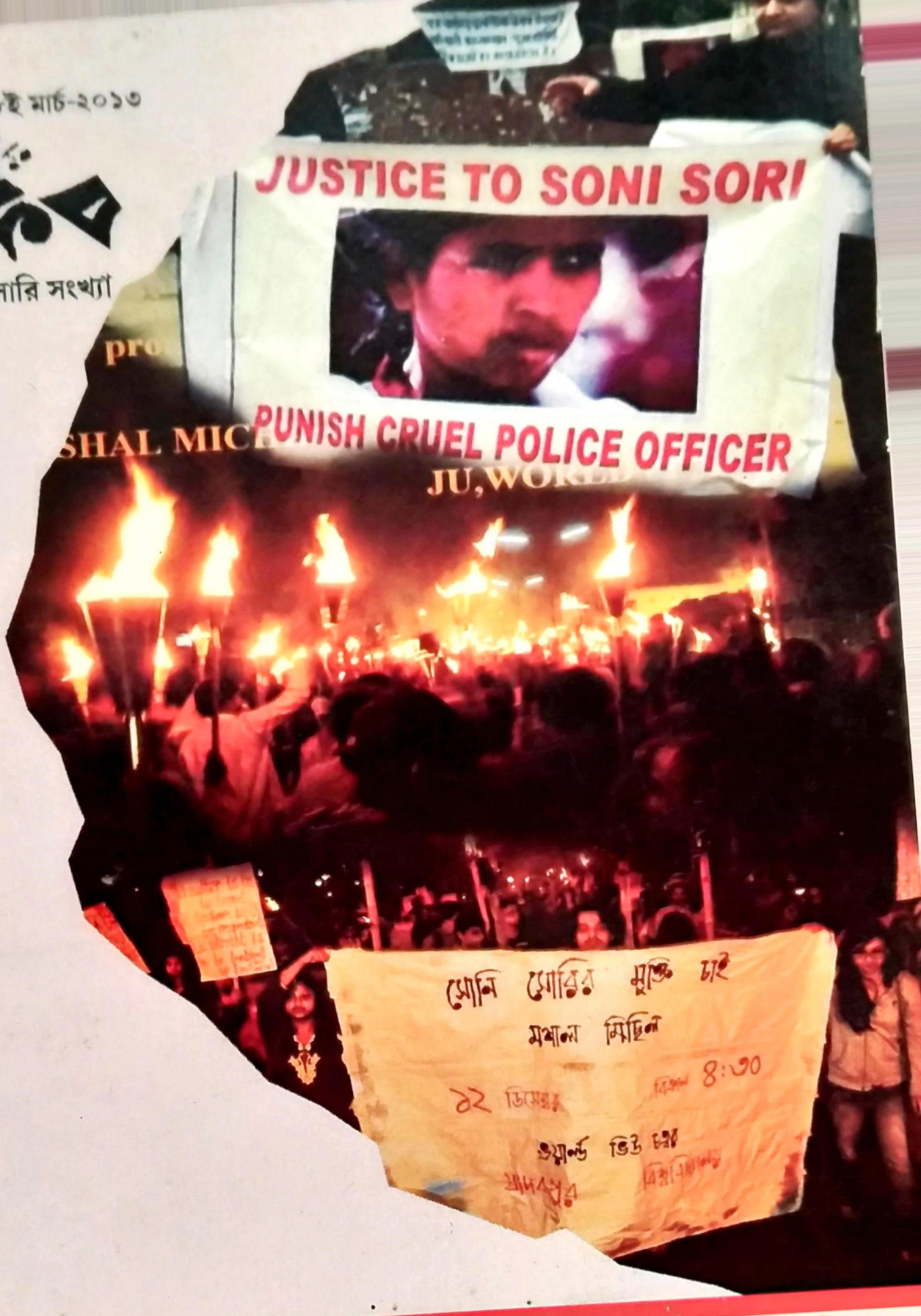

তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা (৮ই মার্চ, ২০১৩)

নকিব

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
★ সম্পাদকীয় —	
১) নির্ভয়া গণধর্ষণ' ও হত্যাকাণ্ড — আমাদের দায় ও দায়িত্ব	২
২) তৃতীয় ফ্রন্ট — ফ্যাসিবাদী রাজত্বের একমাত্র বিকল্প	৬
★ আদিবাসী কন্যা সোনি সোরি ও রাষ্ট্রের চরিত্র — পুণ্যব্রত গুণ	৮
★ ছিল বিড়াল, হয়ে গেল রুমাল —'ইউফেমিজম'-এর মাদারিকা খেল — অমিতাভ কর	১২
★ পিপাসায় একটু জল — সর্বরঞ্জন মণ্ডল	১৮
★ হলদিয়া বন্দর ও শ্রমিক অসন্তোষ — দুলাল ভৌমিক	১৯
★ অর্থনৈতিক সমীক্ষা— বিদেশি সোনায় নূপুরের বেড়ি — দেবব্রত পণ্ডা	২১
★ পত্রিকায় দুনিয়ায় — একটি প্রথাবহির্ভূত সংকলন	২৯
★ স্থানীয় সংবাদ — তমলুক শহরে পুকুর চুরির হিড়িক	৩১

সম্পাদক ও প্রকাশক :

অমিতাভ কর, পদুমবসান, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৩৬

চলভাষ : ৯৪৩৩৫৫৯৪৯৪, e-mail: amitabhakar2007@radiffmail.com

মূদ্রণে :

ইউনিক প্রিন্টার্স

পদুমবসান, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

মূল্য : ১৫·০০ টাকা

আদিবাসী কন্যা সোনি সোরি ও রাষ্ট্রের [redacted] চরিত্র

— পুণ্যব্রত গুণ

কে সোনি সোরি ?

১৯৭৫-এ ছত্তিশগড়ের বড়ে বেদমা গ্রামে জন্ম সোনি সোরির। তাঁর বাবা ওই গ্রামেরই ভূতপূর্ব সরপঞ্চ মুন্দ্র রাম নিরক্ষর হলেও চাইতেন তাঁর ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করুক। এক নার্সিং কলেজে সোনি ভর্তি হন, কিন্তু পড়া শেষ করতে পারেননি। কলেজ ছেড়ে জবেলি গ্রামের এক মেয়েদের স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতে থাকেন। তাঁর স্বামী ড্রইভার। ৬, ৯ আর ১৩ বছরের তিন ছেলে-মেয়ে তাঁদের। ছত্তিশগড়ে কর্মরত গাঁধীবাদী সমাজকর্মী হিমাংশুকুমারের সঙ্গে কাজ করে তাঁর মানুষের প্রতি, অন্যের যন্ত্রনার প্রতি, ন্যায়ের প্রতি যে মমত্ববোধ গড়ে উঠেছে, সে জায়গা থেকে নিজের অঞ্চলে এসার (Essar) কোম্পানির লুঠের বিরুদ্ধে তিনি সরব হন। তাঁর ভাইপো লিঙ্গারাম দিল্লি থেকে সাংবাদিকতা নিয়ে শিক্ষা নিয়েছেন, সত্যকে প্রকাশ করার তাগিদে।

কেন সোনি সোরি ?

এক আদিবাসী মহিলা যখন পুঁজির বিরোধিতা করেন, যখন খনন কোম্পানি দ্বারা গ্রামবাসীদের জবরদস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদ করেন, তখন রাষ্ট্র জবাব দেয় সেই মহিলার উপর যৌন নির্যাতন চালিয়ে, তাঁকে বিনা বিচারে আটক রেখে। ডাঃ বিনায়ক সেন গ্রেপ্তার হলে আমরা প্রতিবাদ করি, দিল্লির প্যারামেডিক্যাল ছাত্রী ধর্ষিতা হয়ে খুন হলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ি — প্রতিবাদ করাই উচিত, বিক্ষোভে ফেটে পড়াই উচিত। কিন্তু সোনি সোরিকে মাওবাদী তকমা লাগিয়ে যখন আইনের রক্ষক পুলিশ দিনের পর দিন যৌন নির্যাতন চালিয়ে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে তখন কোথায় ঘুমিয়ে পড়ে আমাদের বিবেক?

সোনি সোরির গ্রেপ্তার ঃ-

২০১১-র ৪ঠা অক্টোবর নয়া দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার হন সোনি সোরি। তার আগের এক মাসের কয়েকটা ঘটনা জেনে নেওয়ার যাক। ২০১১-র ৯ই সেপ্টেম্বর দান্তেওয়াড়ার এক বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এসার কোম্পানির ঠিকাদার বি কে লালা ও আদিবাসী যুবক লিঙ্গারাম কোদোপিকে। ২৫ বছরের লিঙ্গারাম সম্পর্কে সোনি সোরির ভাইপো। বি কে লালা নাকি এসার কোম্পানির কাছ থেকে পনেরো লাখ টাকা প্রোটেকশান মানি সি পি আই (মাওবাদী)-কে পৌঁছানোর জন্য কথিত মাওবাদী লিঙ্গারামকে দেওয়ার সময় তাঁদের দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আরেক কথিত মাওবাদী সোনি সোরি নাকি পালিয়ে যান। ভাইপোকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে সোনি উড়িষ্যা সীমান্তে নিজের গ্রাম থেকে এক অসুস্থ মহিলার ছদ্মবেশে দিল্লির দিকে রওয়ানা দেন সংবাদমাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে। তাঁর স্বামী মাওবাদী সন্দেহে জেলে বন্দি। বাবা পায়ে মাওাবাদীদের গুলি খেয়ে জগদলপুরের এক হাসপাতালে ভর্তি। বাচ্চাদের আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে তাঁর দিল্লি যাত্রা।

দিল্লি থেকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৪ঠা অক্টোবর। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধারা (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা), ১২০বি ধারা (ষড়যন্ত্র), ১২৪এ ধারা (রাষ্ট্রদ্রোহিতা) এবং ৩৯(১) ও ৪০ ধারায় বেআইনি কার্যকলাপ নিরোধক আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর ঃ-

দিল্লির সাকেত জেলা আদালতে ৭ই অক্টোবর সোনি সোরি আশাঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ছত্তিশগড় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের নামে তার উপর অত্যাচার করবে, তা সত্ত্বেও তাঁকে ছত্তিশগড় পুলিশের হেফাজতে দেওয়া হয়। সেদিনই তাঁকে বিমানে দান্তেওয়াড়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ৮ ও ৯ অক্টোবর দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অঙ্কিত গর্গের উপস্থিতিতে চলে তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁকে একটি কাগজে সই করতে বলা হয়। সেই কাগজে নাকি দাবি করা হয়েছিল যে হিমাংশুকুমার, প্রশান্তভূষণ, মেধা পাটেকার, অরুন্ধতি রায়, স্বামী অগ্নিবেশ, কবিতা শ্রীবাস্তব — এঁরা এবং এসার কোম্পানির মালিক সবাই নকশাল সমর্থক। সোনিকে দিল্লিতে ওঁরা টাকা দেবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এসার কোম্পানি সোনি এবং আরও দু-একজনের মাধ্যমে নকশালদের নাকি সবসময় টাকা পাঠাত। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লিঙ্গা এবং তিনি দান্তেওয়াডার সব খবর দিল্লিতে পাঠাতেন। সোনি অস্বীকার করেন সেই কাগজে সই করতে। তখন তাঁকে নগ্ন করে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়, অঙ্কিত সোনিকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। অঙ্কিতের আদেশে তিন বীরপুঙ্গব আইনরক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয় সোনির উপর যৌন নির্যাতন করার। তারা সোনির যোনি ও মলদ্বারে পাথর ঢুকিয়ে দেয়।

সোনির ডাক্তারী পরীক্ষা ও চিকিৎসা ঃ-

১০ই অক্টোবর যখন সোনিকে দান্তেওয়াড়ায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়, তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে সকালবেলাতেই তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হাসপাতালের ডাক্তার তাঁর মাথার ডানদিকে ও পিঠে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন পান। পুলিশের বক্তব্য ছিল — সোনি নাকি বাথরুমে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন।

অবস্থার অবনতি ঘটায় তাঁকে রায়পুর মেডিকাল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টে সোনির আইনজীবী নিরপেক্ষ স্থানে মেডিকাল পরীক্ষার আবেদন জানালে সুপ্রিম কোর্টের আদেশে তাঁকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাঁর যোনি থেকে দুটো এবং মলাশয় থেকে একটা পাথর উদ্ধার করেন। চিকিৎসা করে সোনিকে ছাড়ার সময় নীলরতনের ডাক্তাররা তাঁকে পনেরো দিন বাদে আবার দেখানোর কথা বলেন। অথচ পরের ছয় মাস তাঁর কোনও চিকিৎসা হয় না।

আদালতে অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ২০১২ র ২রা মে সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দেয় ৭ দিনের মধ্যে দিল্লির এ আই আই এম এস - এ ভর্তি করে সোনির চিকিৎসা করাতে হবে। সোনিকে ভর্তি করা হয় ১০ই মে। ৫ সপ্তাহ চিকিৎসার পর সোনি সেরে উঠছিলেন। ছত্তিশগড় রাজ্যের আইনজীবী আদালতে প্রতিশ্রুতি দেন ছত্তিশগড়ের জেলে তাঁর চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে এ আই আই এম এস -এর ডাক্তারদের নির্দেশানুযায়ী। অথচ সোনিকে এক অসংরক্ষিত ট্রেন কামরায় কার্যত দাঁড় করিয়ে রেখে, ৪৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানীয় জল ও খাবার না দিয়ে দিল্লি থেকে রায়পুর নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আবার বিনা চিকিৎসায় দিন কাটছে তাঁর।

বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা

সুপ্রিম কোর্ট সোনির মেডিকাল পরীক্ষার আদেশ দেয়। ২০১১ -র ২রা ডিসেম্বর আদালতে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু সোনিকে আদালতে হাজির করা হয় না। সুপ্রিম কোর্ট ছত্তিশগড় সরকারকে ৩০ দিনের মধে জবাবদিহি করতে বলে, কিন্তু পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে ২০১২-র ২৫শে জানুয়ারি। কেস তালিকায় সোনির মামলা ছিল ১৪ নম্বরে, পৌঁছানোর আগেই আদালত মুলতুবি হয়ে যায়। পরবর্তী দিন ধার্য হয় ২রা ফেব্রুয়ারি, সে-দিনও শুনানি হয় না। অথচ সে-দিন জানানো হয়েছিল এর পর থেকে বিচারক আলতামাস কবীরের আদালতে সপ্তাহে ৩দিন করে শুনানি হবে। অবশেষে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা নেয় ৩ মাস বাদে ২রা মে এ আই আই এম এস-এ সোনি সোরির চিকিৎসার আদেশ দিয়ে।

সোনি সোরির আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছিলেন তাঁকে যেন ছত্তিশগড়ের বাইরে কোনও জেলে রাখা হয়। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু তাঁকে দান্তেওয়াড়ার বদলে রায়পুরের জেলে রাখার আদেশ দেয়। রায়পুর থেকে দান্তেওয়াড়ার দূরত্ব ৩৪৫.৯ কিলোমিটার। সোনি সোরির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মামলা চলছে দান্তেওয়াড়ায়। শুনানির দিন পড়ছে, অথচ নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পুলিশ তাঁকে রায়পুর থেকে দান্তেওয়াড়ায় হাজির করছে না। ১৫ মাস পরেও সোনি সোরি কার্যত বিনা বিচারে বন্দি। প্রতিদিন জেলে তাঁকে হেনস্থা করার জন্য নগ্ন করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। আমরা কি এই যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব হব না?

সোনি সোরির ওপর পুলিশ হেফাজতে যৌন নির্যাতন — নেপথ্য কারণ ঃ-

ঝাড়খন্ড ও ছত্তিশগড় ভারতের দুই আদিবাসী-প্রধান অঞ্চল (বর্তমান রাজ্য) খনিজ ও বনজ সম্পদে পরিপূর্ণ। পাশাপাশি সুলভ এখানকার শ্রমশক্তি। ঝাড়খন্ডের দোহন শুরু হয় অনেক আগে থেকেই, ছত্তিশগড়ের ওপর দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের নজর পড়ে অনেকটা পরে।

- ছত্তিশগড়ের খনিজ ভান্ডারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লৌহ-আকর, কয়লা, বক্সাইট ও চুনাপাথরের ভাণ্ডার।
- ছত্তিশগড় একমাত্র রাজ্য যেখানে টিনের আকর পাওয়া যায়।
- সম্প্রতি এ রাজ্যে সোনা, হিরে এবং কোরান্ডামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই তথ্যগুলোর পাশাপাশি আরও কিছু তথ্য মনে রাখার —

- ছত্তিশগড়ের খনিজ ভাণ্ডারের প্রায় সমস্তটাই বনাঞ্চলে।
- যেখানে ভারতে ২১% ভূমি বনভূমি, সেখানে ছত্তিশগড়ের মোট ভূমির ৪৪% বন।
- ভারতের জনসংখ্যার ৮% আদিবাসী, ছত্তিশগড়ে জনসংখ্যায় আদিবাসীদের অনুপাত ৩৩%। এই আদিবাসীদের অধিকাংশ থাকেন বন পরিবেষ্টিত গ্রামগুলোতে।
- ছত্তিশগড়ের খনিজ দোহন মানেই তাই বনধ্বংস, আদিবাসীদের উচ্ছেদ।

ছত্তিশগড়ে বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা —

- ৬০ টারও বেশী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হবে। ৫০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। (মনে রাখুন ছত্তিশগড়ের প্রয়োজন কিন্তু মাত্র ৫০০০ মেগাওয়াট)।
- ৪০ টার বেশি নতুন ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলা।
- বড় বড় সিমেন্ট কারখানা স্থাপন।

বন পরিবেষ্টিত গ্রাম থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁদের লড়াইএ ছত্তিশগড়ের আদিবাসীরা সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের মত নাগরিক সমাজের সমর্থন পাননি। তাঁদের পাশে কিছুটা হলেও দাঁড়ান মাওবাদীরা। উচ্ছেদবিরোধী এই লড়াকু আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সরকার-শাসকদল-পুঁজিপতি জোট দাঁড় করিয়ে দেয় আদিবাসীদেরই মধ্যেকার লুম্পেন এলিমেন্টদের নিয়ে তৈরি করা এক ভাড়াটে বাহিনী সালওয়া-জুডুম। এক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি চলছে ছত্তিশগড়ে। অহিংসায় বিশ্বাসী বিনায়ক সেন এই গৃহযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিলেন। মানবাধিকার কর্মী হিসাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পাশাপাশি মাওবাদী সন্ত্রাসেরও বিরোধীতা করেছিলেন। তবুও তাঁর ওপর নেমে আসে রাষ্ট্রের প্রতিহিংসার খড়্গ—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

আর যৌন নির্যাতনের শিকার সোনি সোরিকে বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে, তার কারণও একটাই — তিনি আদিবাসীদের নিজভূমে পুঁজিপতিদের শোষণের বিরোধীতা করেছিলেন কোনো-না-কোনো ভাবে।

আসুন আমরা সোনি সোরির মুক্তির দাবিতে, অঙ্কিত গর্গের শাস্তির দাবিতে সরব হই।

[লেখক জনস্বাস্থ্য কর্মী, পূর্বে ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চার সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে 'সোনি সোরি মুক্তি মোর্চা'-র আহ্বায়ক]